যায়যায়দিন

তারিখ 09 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

২৪

এইচএসসি পরীক্ষায়ও খাতা জালিয়াতি

দুর্নীতি

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা বোর্ডের উর্ধ্বতন কয়েক কর্মকর্তাকে খুজছে পুলিশ

কামরুজ্জামান শাহীন রাজশাহী অফিস

শুধু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এনইউ) ডিগ্রি পরীক্ষাই নয়, এইচএসসি পরীক্ষার খাতাও জালিয়াতি করে পাস করিয়ে দেয়া হয় ফেল করা শিক্ষার্থীদের। সম্প্রতি দুই পরীক্ষকসহ জালিয়াত চক্রের সাতজনকে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করলেও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আরো চার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জড়িত রয়েছেন বলে রিমান্ডে তথ্য দিয়েছে গ্রেফতারকৃতরা। মহানগর ডিবি পুলিশের দল তৃতীয় দফায় আজ সোমবার ঢাকায় অভিযান চালাবে বাকিদের গ্রেফতার করতে। ওই চারজনকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে জানান মহানগর ডিবির ইন্সপেক্টর সাইফুল ইসলাম। ঢাকার দোহার থেকে নতুন করে গ্রেফতারকৃত আরো চারজনকে গতকাল রবিবার সাতদিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

২৯ জুন রাজশাহীর চিলিস রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে আটক হওয়া চক্রের সদস্য নাটোরের ধানপুরের গোলাম আযম বকুল জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, ২০০৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে ডিগ্রি পরীক্ষায় অংশ নেয় সে। ইংরেজি পরীক্ষা দিয়েই সে বুঝতে পারে, নিশ্চিত ফেল আছে কপালে। তাই পরীক্ষার পর শুরু হয় ছোটাছুটি। এমন সময় পরিচয় হয় মাদ্রাসা শিক্ষক বরিশালের রাজাপুর এলাকার আবদুর রহিমের সঙ্গে। পাস করিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি টাকা নেন ১০ হাজার। বকুলকে খাতা দেখানো হয়, সে পেয়েছিল মাত্র ২৫। তাকে দিয়ে উত্তরপত্রের সাদা অংশে নতুন করে উত্তর লিখিয়ে নেন রহিম। পরে সে খাতাতেই নতুন করে নাম্বার দেন ৫২। পাস করে যায় বকুল।

পুলিশ জানিয়েছে, আবদুর রহিমের বন্ধু ছিল কুড়িগ্রামের রৌমারী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ইংরেজির লেকচারার আবদুস সামাদ। তিন বছর ধরে তিনি ডিগ্রি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন। ২০০৬ সালের ডিগ্রি পরীক্ষায় রাজশাহী কলেজের ১০০টি উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা তার কাছে পাঠায়। গোলাম আযম বকুলের উত্তরপত্রটি ছিল এগুলোর মধ্যে একটি। বকুলের কাছ থেকে যে ১০ হাজার টাকা আবদুর রহিম নিয়েছিলেন, তা থেকে মাত্র ২ হাজার টাকা পেয়েছিলেন লেকচারার সামাদ। একই বছর বকুল ছাড়াও আরো প্রায় ৫০ জনকে একই কায়দায় তিনি পাস করিয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছে, ফেল করা শিক্ষার্থীরা জালিয়াতির মাধ্যমে পাস করার পর তারাই শিক্ষার্থী যোগাড় করে দিতো খাতা জালিয়াত সিন্ডিকেটকে। এ রকম আরো একাধিক সিন্ডিকেট সারা দেশেই রয়েছে বলে গ্রেফতারকৃতরা তথ্য দিয়েছে। এদিকে এ তিনজনের দেয়া তথ্যমতে ৫ জুলাই ঢাকার দোহার থেকে আরো চারজনকে গ্রেফতার করেছে রাজশাহী ডিবি পুলিশ। তারা হলো দোহার উপজেলার জয়পাড়া ডিগ্রি কলেজের সহকারী প্রফেসর অপূর্ব কুমার বিশ্বাস, কলেজের করণিক জহিরুল ইসলাম, পিয়ন দলিলুর রহমান এবং ঢাকা বোর্ডের ইউডি ক্লার্ক সিরাজুল ইসলাম। তাদের কাছ থেকে পুলিশ এইচএসসির ২০০৭ সালে ৪০০ খাতার ওপরের অংশের ফটোকপি এবং ৫০টি মূল খাতা ও জালিয়াতির কাজে চুক্তিবদ্ধ দোকান থেকে একটি ফটোকপি মেশিন জব্দ করে। দোহার থানা পুলিশের সহযোগিতায় তাদের গ্রেফতারের পর নতুন চাঞ্চল্যকর সব তথ্য পাওয়া যায়। এ চক্র ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পাস পরীক্ষার খাতাই শুধু নয়, এইচএসসি পরীক্ষার খাতাও জালিয়াতি করে থাকে। তারা জানিয়েছে, ভয়ঙ্কর এ জালিয়াতি করে থাকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চারজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহযোগিতায়। প্রাপ্ত টাকার বড় অংশ তাদের পকেটেও যায়। গ্রেফতারের আগে পুলিশ তাদের নাম প্রকাশ করছে না। দু-একদিনের মধ্যেই তারা সফল হতে পারবে বলে আশা করছে।

যেভাবে করা হয় জালিয়াতি : ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর সাইফুল ইসলাম জানান, রিমান্ডে গ্রেফতারকৃতরা জানিয়েছে, অভিনব কায়দায় এ জালিয়াতি করতো তারা। প্রথমে একজন শিক্ষক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে চুক্তি করতো। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তারা ওই শিক্ষককে প্রতি বছর একই এলাকার কলেজের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য দেয়ার ব্যবস্থা করতো। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক আগে থেকেই জানতেন তিনি কোন কলেজের উত্তরপত্র পাবেন। কৌশলে ঘনিষ্ঠদের দিয়ে দুর্বল পরীক্ষার্থীদের খুজে তাদের আশ্বস্ত করে বলা হতো, উত্তরপত্রে কিছু লিখতে না পারলেও তারা ফেল করবে না। পরীক্ষার পর প্রয়োজনমাফিক টাকা দিলেই হবে। যারা এ পথের আশ্রয় নিতে চায় তাদের উত্তরপত্রে একটি আবেদনপত্র লিখতে বলা হতো, যেখানে তারা নিজেদের আসল নাম ও ঠিকানা এবং কৌশলে মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করতো। এ সূত্র ধরেই পরে তাদের খুজে বের করে খাতার সাদা পাতায় সঠিক উত্তরটি লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করা হতো।

যেভাবে ছড়িয়েছে সিন্ডিকেট : রিমান্ডে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশকে লেকচারার আবদুস সামাদ আরো জানিয়েছেন, প্রতি উত্তরপত্রে ১০ হাজার টাকা করে নেয়া হলেও তিনি নিজে পান মাত্র ২ হাজার টাকা। মাঝখানে যারা যোগাযোগ করে, উত্তরপত্রপ্রতি তারাও পায় ২ হাজার টাকা করে। বাকি টাকা যায় সিন্ডিকেটের অন্য সদস্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পকেটে। পুলিশ জানায়, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ৮ থেকে ১০ জন কর্মচারী জড়িত এ সিন্ডিকেটে। সামাদ আরো জানান, শুধু তিনি একা নন, উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন কলেজের আরো পাচ থেকে সাত শিক্ষক এ ধরনের কাজ করেন। এছাড়া ঢাকার দোহার ও ভাওয়ালগঞ্জ এলাকার দুটি কলেজের তিন শিক্ষক এ চক্রে জড়িত।